IEDCR

চিকুনগুনিয়া আপডেট ইস্যু নং-৮, তারিখ: ১০ জুলাই, ২০১৭

চিকুনগুনিয়া ও এর বাহক মশার জীবনচক্র

চিকুনগুনিয়া একটি মশা বাহিত ভাইরাস জনিত রোগ। *Aedes aegypti* ও *Aedes albopictus* প্রজাতির স্ত্রী জাতীয় মশা দ্বারা এই রোগের ভাইরাস একজন মানুষ থেকে অন্য মানুষে বিস্তার লাভ করে। এই মশা সাধারনত মানুষের ঘরে এবং ঘরের আশেপাশে বসবাস করে। *Aedes aegypti* মশা প্রধানতঃ শহর অঞ্চলে এবং *Aedes albopictus* গ্রামাঞ্চলে (যেখানে গাছপালা বেশী থাকে) বেশী দেখা যায়।

রাতের পাশাপাশি দিনের বেলায়ও বিশেষ করে সকালে এবং শেষ বিকালে এই মশা কামড়ায়। Aedes মশা যখন কোন চিকুনগুনিয়া রোগীকে কামড়ায় তখন তার দেহ থেকে রক্তের মাধ্যমে চিকুনগুনিয়া ভাইরাস মশার অন্ত্রে প্রবেশ করে ও সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় এবং মশার দেহ-গহ্বরে ছড়িয়ে পড়ে এবং লালাগ্রন্থিতে জমা হয়। এই অবস্থায় যদি মশাটি কোন সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ায় তবে রক্তপানের সময় মশার লালাগ্রন্থিতে অবস্থিত ভাইরাস সুস্থ্য মানবদেহে প্রবেশ করে ও চিকুনগুনিয়া রোগের সৃষ্টি করে।

তুলনামূলকভাবে Aedes একটি মাঝারি আকারের মশা। এর সারা শরীরে বিশেষ করে পায়ে কালোর উপর সাদাসাদা চলটার মত স্কেল রয়েছে। এই মশা ছোট পাত্র যেমন, ফুলের টব, ফুলদানী, ফেলে দেয়া ভাঙ্গা কাঁচের বা প্লাষ্টিকের পাত্র, টায়ার, ডাবের খোসা পাতার ব্রক্সিল, গাছের ফোকড়, চৌবাচ্চা ইত্যাদিতে জমে থাকা পরিষ্কার পানিতে ডিম পাড়ে। এই মশার জীবন-চক্রে চারটি ধাপ রয়েছে। ধাপগুলো হলো ডিম, লার্ভা (শুককীট), পিউপা (মুককীট) ও পূর্ণাঙ্গ মশা। ডিম পাড়ার ১ - ২ দিনের মধ্যেই ডিম থেকে শুককীট/ লার্ভা বের হয়। ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ মশা হতে ৭-৯ দিন সময় লাগে। একটি পূর্ণাঙ্গ মশা তিন সপ্তাহ বেচেঁ থাকতে পারে। তবে বর্ষাকালে অনুকূল পরিবেশে এরা আরো বেশীদিন বেঁচে থাকতে পারে। এডিস এজিপটি তার প্রজনন ক্ষেত্র থেকে ৩০০ মিটার এবং এডিস এলবোপিকটাস ৫০০ মিটার দূর পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে। পাত্রের পানিতে থাকা বিভিন্ন জীবাণু, শৈবাল, গাছের বা পাতার পঁচা অংশ ইত্যাদি জৈব দ্রব্য থেকে বড় হয়।

এডিস মশার জীবন-চক্র

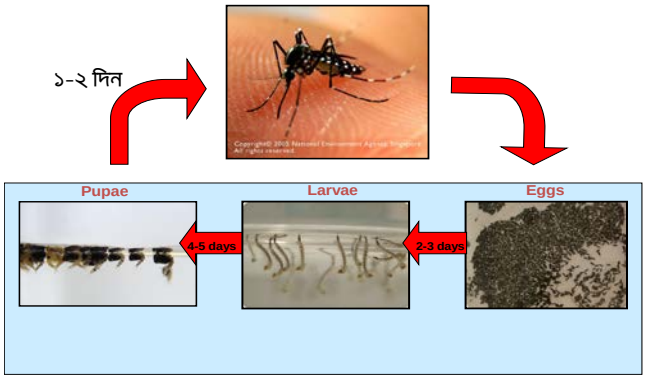

প্রতিটি হাসপাতালে হেল্প ডেস্ক ও Arthralgia ক্লিনিক খোলার সিদ্ধান্ত

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক অধ্যাপক ডাঃ আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিত্বে গতকাল ৯ই জুলাই, ২০১৭ খ্রীঃ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালের পরিচালক এবং বিভিন্ন জেলা হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেটদের ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অতিরিক্ত মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিচালক, রোগনিয়ন্ত্রণ, এবং আইইডিসিআরের পরিচালকসহ অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ঢাকা মহানগরীসহ সারা দেশের চিকুনগুনিয়া পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় বর্তমানে দেশের চিকুনগুনিয়া পরিস্থিতি মোকাবিলায় সকল হাসপাতালে হেল্প ডেস্ক খোলার এবং রোগীদের জয়েন্ট ব্যাথা প্রশমনে প্রয়োজনে প্রতিটি হাসপাতালে জয়েন্ট পেইন ক্লিনিক অথবা Arthalgia Clinic খোলার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

চিকুনগুনিয়া রোগে আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি নিরশনে প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সম্প্রতি আইইডিসিআর এর বরাত দিয়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে চিকুনগুনিয়া রোগে আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। আইইডিসিআর ঢাকা শহরে সীমিত সংখ্যক (৪,৭৭৫ জন) মানুষের মাঝে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে একটি জরীপ চালায়। কিছুসংখ্যক অংশগ্রহনকারীগণ (৩৫৭ জন) জ্বর ও গিরা ব্যাথায় ভুগছেন/ ভুগেছেন বলে তথ্য প্রদান করেন। উল্লেখ্য, জরীপটি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ায় প্রদত্ত তথ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা হয়নি। জরীপটির পরবর্তী কার্যক্রমে এদের মধ্যে চিকুনগুনিয়ার উপস্থিতি নিশ্চিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এমতাবস্থায়, এই অসম্পূর্ণ জরীপের ভিত্তিতে চিকুনগুনিয়া রোগীর সংখ্যা বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন নয়। আইইডিসিআর কর্তৃক প্রদত্ত উপাত্ত রোগীর সংখ্যা নয় বরং রোগের উপস্থিতি সম্পর্কে ধারণা প্রাপ্তির জন্য। সুতরাং, ঢাকা শহরে প্রতি ১১ জনে একজন চিকুনগুনিয়া রোগে আক্রান্ত হচ্ছে বলে যে সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে তা সঠিক নয়।

হটলাইন ও আপডেট

গতকাল ৯ই জুলাই ১১২ জন হটলাইন থেকে এবং ২৭ জন ব্যক্তি সরাসরি উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন তথ্য জানতে চান। তারা বেশীরভাগ ঢাকা থেকে এবং এছাড়া রাজশাহী, কুমিল্লা ও গাজীপুর জেলা থেকে যোগাযোগ করেন। ৯ই জুলাই পর্যন্ত আইইডিসিআর ল্যাবরেটরীতে নিশ্চিত চিকুনগুনিয়া রোগীর সংখ্যা ৬০৫।

চিকুনগুনিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন- www.iedcr.gov.bd অথবা হটলাইন নাম্বার ০১৯৩৭১১০০১১, ০১৯৩৭০০০০১১ ফোন করুন।

PHEOC. CHIKUNGUNYA: Institute of Epidemiology, Disease Control and Research (IEDCR), DGHS, Dhaka, Bangladesh. Contact: info@iedcr.gov.bd